প্রেস রিলিজ

তারিখ: ১৭ নভেম্বর ২০২৬

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাউবি) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর আয়োজনে "AI-Assisted Academic Writing: Maintaining Authenticity, Critical Thinking, and Human Insight in the Age of Artificial Intelligence (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে একাডেমিক লেখালেখিতে স্বকীয়তা, সমালোচনামূলক চিন্তন ও মানবিক অন্তর্দৃষ্টি বজায় রাখা)" বিষয়ক (১ম ব্যাচ) প্রশিক্ষণ আজ ১৭ নভেম্বর ২০২৬ তারিখ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসের ই-লার্নিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। বক্তব্যে তিনি বলেন, "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বর্তমান বিশ্বের জ্ঞানচর্চা, শিক্ষা, গবেষণা ও একাডেমিক লেখালেখির ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। তবে প্রযুক্তির এই অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার পাশাপাশি লেখালেখিতে নিজস্বতা, মৌলিকত্ব, সৃজনশীলতা ও মানবিক চিন্তাশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা অত্যন্ত জরুরি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কখনোই মানুষের নিজস্ব চিন্তা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও বিচারবোধের বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়; বরং একে সহায়ক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "একাডেমিক লেখালেখিতে তথ্যের যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সততা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় কোনো লেখা তৈরি বা সম্পাদনার ক্ষেত্রে তথ্য যাচাই, যথাযথ সূত্র উল্লেখ এবং নৈতিক নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি নিজেদের সমালোচনামূলক চিন্তন, সৃজনশীলতা ও গবেষণার সক্ষমতা বাড়াতে হবে।" তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন এ ধরনের প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণকারীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দায়িত্বশীল ও নৈতিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করবে এবং মানসম্মত, মৌলিক ও গবেষণাধর্মী একাডেমিক লেখালেখিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি পরিচালক এবং স্কুল অব বিজনেস এর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জহির রায়হান। তিনি বলেন, "বর্তমান সময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একাডেমিক লেখালেখি, শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার একদিকে যেমন লেখালেখির দক্ষতা ও গবেষণার গুণগত মান বাড়াতে সহায়তা করতে পারে, অন্যদিকে এর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা মানুষের নিজস্ব চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণী দক্ষতার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার হতে হবে সচেতন, দায়িত্বশীল ও নৈতিকতাভিত্তিক।"

প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), মেশিন লার্নিং এবং জেনারেটিভ এআই টুলসের পরিচিতি, ডকুমেন্টেশন, সারসংক্ষেপ ও প্রতিবেদন লেখার জন্য কার্যকর প্রম্পট তৈরির কৌশল, ব্যবহারের আগে এআইয়ের তৈরি করা ফলাফল যাচাই এবং এআইয়ের প্রধান ঝুঁকি শনাক্তকরণ ও প্রশমন: ভুল তথ্য প্রদান (হ্যালুসিনেশন), পক্ষপাত, তথ্য ফাঁস, অতিরিক্ত স্বয়ংক্রিয়করণ এবং মডেলের ব্যর্থতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আইকিউএসির অতিরিক্ত পরিচালক সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ জাকির হোসেন তালুকদার।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, আইকিউএসির অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. সায়মা আহমদ। দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্কুলের মোট ৩৬ জন সহকারী অধ্যাপক অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে বিকাল ৩:০০টায় সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।

মোঃ খালেকুজ্জামান খান
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

Main Campus: Gazipur-1705, Bangladesh, Phone: +88 02 996691119, IP: +88 09666730730, Ex. 777
e-mail: iprd@bou.ac.bd, Website: www.bou.ac.bd